Ref. No: Date: 24/02/2022

ডঃ আতিউর রহমান

অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবন বৃত্তান্ত

ডঃ আতিউর রহমান ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের জামালপুর জেলার দিগপাইত ইউনিয়নের দিঘুলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা: মো: মোকছেদুর রহমান, মাতা: মোছা: হাজেরা খাতুন। পিতামাতার আট সন্তানের মাঝে বড় ভাই মতিউর রহমান ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় ভাই ডঃ আতিউর রহমান অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, তৃতীয় ভাই সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মোঃ খলিলুর রহমান, চতুর্থ মো: অলিলুর রহমান সচ্ছল গৃহস্থ, পঞ্চম বোন মনোয়ারা বেগম শিক্ষকতা করছেন, ষষ্ঠ দেলোয়ারা বেগম আইনজীবী, বর্তমানে তিনি সুপ্রিমকোর্টের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সপ্তম বুলবুলি রহমান সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন, সর্বকনিষ্ঠ মো: মশিউর রহমান নাভানা গ্রুপে কর্মরত।

শিক্ষাজীবন:

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে ১৯৬৮ সালে মাধ্যমিক এবং ১৯৭০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীণ্ হন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলেজের সব ছাত্রদের মধ্যে প্রথম এবং ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় পঞ্চম হন তিনি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম এবং মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করেন। এরপর ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং ১৯৭৬ সালে মাস্টার্স পাশ করার পর কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৭৯ সালে আবার মাস্টার্স করার পর ভর্তি হলেন এমফিল-এ। মাস ছয়েকের মধ্যেই তাঁকে পিএইচডি-তে ট্রান্সফার করে দেয়া হলো। তিনি পি.এইচ.ডি শেষ করলেন ১৯৮৩ সালে।

কর্মজীবন:

১৯৭৫ সালে মাস্টার্স পড়াকালীন সময়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে প্ল্যানিং অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৮৩ সালে পি.এইচ.ডি শেষ করে যোগ দেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে (বিআইডিএস) । এ প্রতিষ্ঠানে ছিলেন প্রায় সাতাশ বছর । এছাড়াও তিনি জনতা ব্যাংক অফ ডিরেকটরসের চেয়ারম্যান, সোনালী ব্যাংকেরপরিচালনা পর্ষদের সদস্য, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন মিশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৯৭ সালে দারিদ্র দূরীকরনে বিভিন্ন নির্দেশনার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মালদ্বীপে প্রেরিত জাতিসংঘের মিশনে নেতৃত্বদান, ১৯৯৪ সালে ইউ.এন.ডি.পি কান্ট্রি প্রোগ্রাম-ভি এর মিড-টার্ম রিভিউ এর সদস্য, ১৯৮৯; সালে এগ্রিকালচার সেক্টর রিভিউ এর অংশ হিসেবে ইউ.এন.ডি.পি ঢাকার জন্য 'ক্রেডিট ফর দির পুওর' নামে একটি স্টাডি করা ইত্যাদি কাজগুলো উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও দেশে এবং দেশের বাইরের কয়েকটি ইউনিভার্সিটিতে তিনি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০০০ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। আতিউর রহমান খ্যাতনামা বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ। মে ১, ২০০৯ সালে তিনি বাংলাদেশের

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১৬ সালের মার্চে সাইবার হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর ১৫ মার্চ তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখার কারণে তিনি বেশ পরিচিত। ২০০১ সালে, তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ এ একজন সিনিয়র গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ব সোনালী ব্যাংকের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৮ই মে, ২০০৫ সালে ডঃ আতিউর রহমান মামুন স্মৃতি পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪ টি কম্পিউটার উপহার দেন। উক্ত স্কুলের উপদেষ্টা হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন।

রচনাবলী:

অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখার কারণে তিনি বেশ পরিচিত। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই তার লেখা অসংখ্য বই রয়েছে।

সার্ক: রাজনৈতিক অর্থনীতি, ১৯৮৬

কৃষি প্রশ্ন: ঐতিহাসিক রুশ বিতর্ক এবং তৃতীয় বিশ্বতার প্রসঙ্গিকতা, ১৯৮৯

গরিবের বাজেট ভাবনা ও দারিদ্র বিমোচন, ১৯৯৬

মুক্তিযুদ্ধেও মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন, ১৯৯৭

বাঁশের লড়াই বাঁচার লড়াই, ১৯৯৭

অসহযোগের দিনগুলি: মুক্তিযুদ্ধেও প্রস্তুতি পর্ব, ১৯৯৮

আরেক বাংলাদেশ, ১৯৯৮

মানবিক উন্নয়ন, ২০০০

জনগণের বাজেট, ২০০০

ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার, ১৯৯০, ২য় সংস্করণ ২০০০

ভাষা আন্দোলন: অংশগ্রহণকারীদের শ্রেনী অবস্থা, ১৯৯০, ২য় সংস্করণ ২০০০

ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি, ১৯৯০, ২য় সংস্করণ ২০০০

আগামী দিনের বাংলাদেশ, ২০০১

বাংলাদেশ উন্নয়নের সংগ্রাম, ১৯৯১, ২য় সংস্করণ ২০০২

আলো আঁধারের বাংলাদেশ: মানব উন্নয়নের সম্ভবনা ও চ্যালেঞ্জ, ২০০৩

মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ: মুক্তিযুদ্ধের আর্থসামাজিক পটভূমি, ২০০৩

সুশাসনের সন্ধানে, ২০০৩

উন্নয়ন আলাপ, ২০০৩

কেমন বাজেট চাই: তৃণমূল মানুষের ভাবনা, ২০০৩

অধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন, ২০০৪

রবীন্দ্র চিন্তায় দারিদ্র ও প্রগতি, ২০০৪।

সম্মাননা:

মানবিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক তিনি ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণ স্মারক, ২০১১ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়াও ডঃ রহমান বাংলাদেশের আর্থিক খাতের উন্নয়নের অসামান্য অবদান রাখায় শেলটেক পুরস্কার, ২০১০-এ ভূষিত হয়েছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য ফিলিপাইনের দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'গুসি পিস প্রাইজ ফাউন্ডেশন 'যে গুসি শান্তি পুরস্কার-২০১৪' ঘোষণা করে। তাকে 'পুওরম্যান ইকোনোমিস্ট' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ *চাকরিজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড* অবলম্বনে।